

# কালীগঞ্জে মাহতাব উদ্দিন কলেজে গোপনে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা : শিক্ষার্থীদের বাধায় পরীক্ষা পণ্ড

## প্রতিনিধি খিনাইদহ

কোন আবেদনকারীকে পরীক্ষার সুবেশপত্র দেয়া হয়নি। তাদের ডেকে আনা হয়েছে মুঠোফোনে ফোন করে। ক্যাম্পাসের ঘড়ির বন্ধ করে চলছিল নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন না শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের কোন প্রতিনিধি। গত সোমবার এভাবে অতি গোপনে খিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় মাহতাব উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ১৬ জন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক শিক্ষার্থীদের বাধায় শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়ে গেছে এই আয়োজন। শিক্ষার্থীরা ভাঙফুর করেছেন কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষ।

কলেজের একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আওয়ামী লীগের স্থানীয় সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান মিলে সরকারের শেষ সময়ে কোটি টাকার বাণিজ্যের জন্য এই নিয়োগ চূড়ান্ত করতে মনিস্কা হয়ে উঠেছেন। তারা অতি গোপনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সব কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানের অন্য শিক্ষকরা এ বিষয়ে কিছু জানতে পারছেন না।

কলেজ নুত্রে জানা গেছে: মাহতাব উদ্দিন ডিগ্রি কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনটি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে এবং আরও চারটি বিষয় চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এগুলো হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ। এই চারটি বিষয়ে চারজন করে মোট ১৬ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য গত বছরের শেষ দিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরে চলতি বছরের জুন মাসে এই বিজ্ঞপ্তি পুনরায় প্রকাশ করা হয়। মোট ৫৪ জন প্রার্থী আবেদনপত্র জমা দেন।

কলেজের শিক্ষকরা জানান, কলেজ পরিচালনা কমিটির

নেয়াদ শেষ হয়েছে। এই অবস্থায় সে সময় চলতি বছরের ৫ মার্চ ইসমাইল হোসেন বাপী হয়ে কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান সভাপতি পদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে একটি মামলা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সভাপতির দায়িত্বের ওপর অস্থায়ী নিবেদাজা স্থায়ী করেন। এই অবস্থায় পদাধিকার বলে নিয়োগ কমিটির সভাপতি হয়ে সংসদ সদস্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হতে পারেন না।

এদিকে গোপনে পরীক্ষা নেয়া নিয়োগ বাণিজ্য ও অনর্থ ব্যক্তিদের টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে এমন-ববর পেয়ে কলেজের একাধিক শিক্ষক শিক্ষার্থী ও এলাকার সুধীজন দুপুরে কলেজে হাজির হন। তারা নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল দাবি জানান। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়।

স্থানীয় সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোটি টাকার বাণিজ্যের অভিযোগ

কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ারুল আজিম বলেন, টাকার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শেষ করে দেয়া হচ্ছে। এটা কোনভাবেই হবেন নেয়া যায়

না। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান দাবি করেন, সব নিয়ম মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ডিগ্রির প্রতিনিধির সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি আসেননি।

সংসদ সদস্য আবদুল মান্নানও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি টাকার করেন; তার উপস্থিতিতেই নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল এবং সেখানে শিক্ষা অধিদফতরের ডিগ্রির কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি বলেন, ডিগ্রির প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়া নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হলে তার কোন বৈধতা থাকে না। এক্ষেত্রে সেটাই হবে